Hanuman Chalisa in Bengali

বাংলায় হনুমান চালিসা

দোহা

শ্রী গুরু চরণ সরোজ রজ নিজমন মুকুর সুধারি ।

বরণৌ রঘুবর বিমলযশ জো দাযক ফলচারি ॥

অর্থ: আমার গুরুর পদ্মের চরণ থেকে পবিত্র ধূলিকণা দ্বারা পরিশুদ্ধ হৃদয়ে, আমি প্রসিদ্ধ রঘুকুল রাজবংশের সর্বশ্রেষ্ঠ বংশের দিব্য স্তব উচ্চারণ করি। এই মহিমান্বিত স্তোত্রটি আমাদের সমস্ত প্রচেষ্টার পুরষ্কার প্রদান করে।

বুদ্ধিহীন তনুজানিকৈ সুমিরৌ পবন কুমার ।

বল বুদ্ধি বিদ্যা দেহু মোহি হরহু কলেশ বিকার ॥

অর্থ: আমার নিজের বুদ্ধির সীমাবদ্ধতাকে স্বীকৃতি দিয়ে, আমি আমার চিন্তাকে ‘বায়ুপুত্রের’ দিকে ঘুরিয়ে দিই, যিনি আমাকে শক্তি, প্রজ্ঞা এবং সীমাহীন জ্ঞান দিয়ে আশীর্বাদ করেন। তাঁর অনুগ্রহে, তিনি আমার কষ্ট এবং অপূর্ণতা দূর করেন। প্রজ্ঞা ও গুণের আধার, বানর বংশের মধ্যে প্রধান আলোকবর্তিকা, ভগবান হনুমানকে অভিনন্দন।

চৌপাঈ

জয হনুমান জ্ঞান গুণ সাগর ।

জয কপীশ তিহু লোক উজাগর ॥ 1 ॥

অর্থ: জ্ঞান ও গুণের প্রতীক, বানরদের মধ্যে সর্বোত্তম, এবং তিন জগতের আলোকিত ভগবান হনুমানকে জয় করুন।

রামদূত অতুলিত বলধামা ।

অংজনি পুত্র পবনসুত নামা ॥ 2 ॥

অর্থ: আপনি ভগবান রামের দূত, অতুলনীয় শক্তির অধিকারী, মা অঞ্জনীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন এবং “বাতাসের পুত্র” নামে পরিচিত।

মহাবীর বিক্রম বজরংগী ।

কুমতি নিবার সুমতি কে সংগী ॥3 ॥

অর্থ: তুমি বজ্রপাতের মতো শক্তিশালী, অজ্ঞতা দূর করে এবং ধার্মিক মনের লোকদের সঙ্গী।

কংচন বরণ বিরাজ সুবেশা ।

কানন কুংডল কুংচিত কেশা ॥ ৭ ॥

অর্থ: কোঁকড়ানো চুল এবং কানের দুল সহ সোনালী চামড়া এবং সুন্দর পোশাকে শোভা পায়।

হাথবজ্র ঔ ধ্বজা বিরাজৈ ।

কাংথে মূংজ জনেবূ সাজৈ ॥ ৬॥

অর্থ: আপনি আপনার হাতে একটি গদা এবং ধার্মিকতার ব্যানার, আপনার ডান কাঁধে একটি পবিত্র সুতো পরা।

শংকর সুবন কেসরী নংদন ।

তেজ প্রতাপ মহাজগ বংদন ॥ ৫ ॥

অর্থ: আপনি ভগবান শিবের মূর্তি ধারণ করেছেন এবং সিংহ-সদৃশ রাজা কেশরির পুত্র। আপনার মহিমা সীমাহীন, এবং সমগ্র মহাবিশ্ব আপনাকে পূজা করে।

বিদ্যাবান গুণী অতি চাতুর ।

রাম কাজ করিবে কো আতুর ॥ ৭ ॥

অর্থ: আপনার জ্ঞান অতুলনীয়, আপনার গুণ প্রশ্নাতীত, এবং আপনি সর্বদা ভগবান রামের ইচ্ছা পূরণ করতে আগ্রহী।

প্রভু চরিত্র সুনিবে কো রসিযা ।

রামলখন সীতা মন বসিযা ॥ ৪॥

অর্থ: এর মধ্যে অবস্থানরত ভগবান রাম, মাতা সীতা এবং ভগবান লক্ষ্মণের গল্প শুনে আপনার হৃদয় আনন্দে ভরে যায়।

সূক্ষ্ম রূপধরি সিযহি দিখাবা ।

বিকট রূপধরি লংক জলাবা ॥ 9 ॥

অর্থ: মা সীতার সামনে সূক্ষ্মভাবে উপস্থিত হওয়া থেকে রাবণের রাজ্যকে ভস্মীভূত করা পর্যন্ত, আপনি বিভিন্ন রূপ নিয়ে ভগবান রামের প্রচেষ্টায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন।

ভীম রূপধরি অসুর সংহারে ।

রামচংদ্র কে কাজ সংবারে ॥ 10 ॥

অর্থ: ভীমের মতো একটি বিশাল আকারে রূপান্তরিত করে, আপনি রাক্ষসদের পরাজিত করেছেন এবং ভগবান রামের দায়িত্ব সফলভাবে সম্পাদন করেছেন।

লায সংজীবন লখন জিযাযে ।

শ্রী রঘুবীর হরষি উরলাযে ॥ 11 ॥

অর্থ: জাদু-ভেষজ (সঞ্জীবনী) নিয়ে এসে, আপনি ঐন্দ্রজালিক ভেষজ দিয়ে লক্ষ্মণকে পুনরুজ্জীবিত করেছেন।

রঘুপতি কীন্হী বহুত বডাযী ।

তুম মম প্রিয ভরত সম ভাযী ॥ 12 ॥

অর্থ: এবং ভগবান রামের আন্তরিক প্রশংসা অর্জন করেছেন, আপনাকে ভরতের মতো প্রিয় ভাইয়ের সাথে তুলনা করেছেন।

সহস্র বদন তুম্হরো যশগাবৈ ।

অস কহি শ্রীপতি কংঠ লগাবৈ ॥ 13 ॥

অর্থ: এই শব্দগুলি উচ্চারণ করে, ভগবান রাম আপনাকে নিজের কাছে টেনে আনলেন, এবং খোলা বাহুতে আপনাকে আলিঙ্গন করলেন। আপনার খ্যাতি কেবল সনকের মতো ঋষি, ব্রহ্মার মতো দেবতা এবং নারদের মতো ঋষিরা নয়, হাজার মুখের সর্প দ্বারাও উদযাপিত হয়।

সনকাদিক ব্রহ্মাদি মুনীশা ।

নারদ শারদ সহিত অহীশা ॥ 14 ॥

অর্থ: ব্রহ্মা, নারদ, সরস্বতী এবং সর্প রাজা সহ সনক, সানন্দন এবং অন্যান্য শ্রদ্ধেয় ঋষি ও সাধুগণ, সকলেই আপনার ঐশ্বরিক মহিমা গাইতে যোগ দেন।

যম কুবের দিগপাল জহাং তে ।

কবি কোবিদ কহি সকে কহাং তে ॥ 15 ॥

অর্থ: এমনকি যম, কুবের এবং চতুর্দিকের রক্ষক, কবি ও পণ্ডিতরাও আপনার মহিমা সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করা অসম্ভব বলে মনে করেন।

তুম উপকার সুগ্রীবহি কীন্হা ।

রাম মিলায রাজপদ দীন্হা ॥ 16 ॥

অর্থ: আপনি সুগ্রীবের সাথে ভগবান রামের মৈত্রীকে সহজ করেছিলেন, তাঁর রাজ্য পুনরুদ্ধার করেছিলেন এবং বিভীষণকে লঙ্কার সিংহাসনে নিয়ে গিয়েছিলেন।

তুম্হরো মংত্র বিভীষণ মানা ।

লংকেশ্বর ভযে সব জগ জানা ॥ 17 ॥

অর্থ: একইভাবে, আপনার নির্দেশনা অনুসরণ করে, বিভীষণ লঙ্কার রাজা হিসাবে সিংহাসনে আরোহণ করেছিলেন।

যুগ সহস্র যোজন পর ভানূ ।

লীল্যো তাহি মধুর ফল জানূ ॥ 18 ॥

অর্থ: আপনি বিখ্যাতভাবে একটি মিষ্টি ফলের জন্য দূরবর্তী সূর্যকে ভুল করেছিলেন এবং দ্বিতীয় চিন্তা ছাড়াই ভগবান রামের আংটিটি সমুদ্রে নিয়ে গিয়েছিলেন।

প্রভু মুদ্রিকা মেলি মুখ মাহী ।

জলধি লাংঘি গযে অচরজ নাহী ॥ 19 ॥

অর্থ: ভগবান রামের আংটি আপনার মুখে সুরক্ষিতভাবে ধরে রেখে, আপনি অনায়াসে সমুদ্র পাড়ি দিয়েছিলেন, এমন একটি কীর্তি যা সবাইকে অবাক করে দিয়েছিল।

দুর্গম কাজ জগত কে জেতে ।

সুগম অনুগ্রহ তুম্হরে তেতে ॥ 20 ॥

অর্থ: আপনার করুণা এই বিশ্বের সবচেয়ে চ্যালেঞ্জিং কাজগুলিকে অসাধারণভাবে সহজ বলে মনে করে।

রাম দুআরে তুম রখবারে ।

হোত ন আজ্ঞা বিনু পৈসারে ॥ 21 ॥

অর্থ: আপনি ভগবান রামের আবাসের প্রবেশদ্বারে অভিভাবক হিসাবে দাঁড়িয়ে আছেন। আপনার অনুমতি ব্যতীত, কেউ অগ্রগতি করতে পারে না, এটি বোঝায় যে ভগবান রামের আশীর্বাদপূর্ণ দৃষ্টি কেবলমাত্র আপনার অনুগ্রহের মাধ্যমেই পাওয়া যায়।

সব সুখ লহৈ তুম্হারী শরণা ।

তুম রক্ষক কাহূ কো ডর না ॥ 22 ॥

অর্থ: যারা আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করে তারা সীমাহীন আরাম ও আনন্দ পায়। আপনার মতো একজন রক্ষকের সাথে, কাউকে বা কিছুকে ভয় পাওয়ার দরকার নেই।

আপন তেজ সম্হারো আপৈ ।

তীনোং লোক হাংক তে কাংপৈ ॥ 23 ॥

অর্থ: আপনার মহিমা এতই বিস্ময়কর যে কেবল আপনিই তা সহ্য করতে পারেন। আপনার কাছ থেকে একটি একক গর্জন সমস্ত তিনটি বিশ্বকে আলোড়িত করে।

ভূত পিশাচ নিকট নহি আবৈ ।

মহবীর জব নাম সুনাবৈ ॥ 24 ॥

অর্থঃ হে মহাবীর! আপনার নাম স্মরণ করা ভূত এবং দূষিত আত্মাদের উপড়ে রাখে, কেবল আপনার নাম ডাকার মধ্যে অসাধারণ শক্তি হাইলাইট করে।

নাসৈ রোগ হরৈ সব পীরা ।

জপত নিরংতর হনুমত বীরা ॥ 25 ॥

অর্থঃ হে হনুমান! আপনার নাম পাঠ বা জপ করলে সমস্ত ব্যাধি ও যন্ত্রণা দূর হয়ে যায়। তাই নিয়মিত আপনার নাম পাঠের গুরুত্ব অপরিসীম।

সংকট সে হনুমান ছুডাবৈ ।

মন ক্রম বচন ধ্যান জো লাবৈ ॥ 26 ॥

অর্থ: যারা আপনার ধ্যান করে, চিন্তা, বাক্য এবং কর্মের মাধ্যমে উপাসনা করে, তারা সকল প্রকার অশান্তি ও দুর্দশা থেকে মুক্তি পায়।

সব পর রাম তপস্বী রাজা ।

তিনকে কাজ সকল তুম সাজা ॥ 27 ॥

অর্থ: যেখানে ভগবান রাম রাজাদের মধ্যে সর্বোচ্চ তপস্বী হিসাবে দাঁড়িয়ে আছেন, আপনিই ভগবান শ্রী রামের সমস্ত প্রচেষ্টা সম্পন্ন করেছেন।

ঔর মনোরধ জো কোযি লাবৈ ।

তাসু অমিত জীবন ফল পাবৈ ॥ 28 ॥

অর্থ: যারা কোন আকাঙ্ক্ষা বা আন্তরিক বাসনা নিয়ে আপনার কাছে যায় তারা কাঙ্খিত ফলের অফুরন্ত প্রাচুর্য পায়, যা তাদের সারা জীবন চিরন্তন থাকে।

চারো যুগ প্রতাপ তুম্হারা ।

হৈ প্রসিদ্ধ জগত উজিযারা ॥ 29 ॥

অর্থঃ তোমার ঔজ্জ্বল্য চারি যুগে বিকিরণ করে এবং তোমার খ্যাতি সারা বিশ্বে বিস্তৃত।

সাধু সংত কে তুম রখবারে ।

অসুর নিকংদন রাম দুলারে ॥ 30 ॥

অর্থ: আপনি সাধু ও ঋষিদের রক্ষক, অসুরদের পরাজিতকারী এবং ভগবান রামের গভীরভাবে লালিত।

অষ্ঠসিদ্ধি নব নিধি কে দাতা ।

অস বর দীন্হ জানকী মাতা ॥ 31 ॥

অর্থ: মা জানকির আশীর্বাদ আপনাকে যোগ্যদের উপর বর দিতে, তাদের সিদ্ধি (আটটি অতীন্দ্রিয় শক্তি) এবং নিধি (ধনের নয়টি রূপ) প্রদান করার ক্ষমতা দেয়।

রাম রসাযন তুম্হারে পাসা ।

সদা রহো রঘুপতি কে দাসা ॥ 32 ॥

অর্থ: আপনার সারমর্ম হল ভগবান রামের প্রতি শুদ্ধ ভক্তি, এবং আপনি চিরকাল রঘুপতির নম্র ও একনিষ্ঠ সেবক হয়ে থাকুন।

তুম্হরে ভজন রামকো পাবৈ ।

জন্ম জন্ম কে দুখ বিসরাবৈ ॥ 33 ॥

অর্থ: যখন কেউ আপনার গুণগান গায় এবং আপনার নামকে শ্রদ্ধা করে, তখন তারা কেবল ভগবান রামের সাথে দেখা করার সুযোগই পায় না বরং বহু জীবনকাল ধরে জমে থাকা দুঃখ থেকেও সান্ত্বনা পায়।

অংত কাল রঘুপতি পুরজাযী ।

জহাং জন্ম হরিভক্ত কহাযী ॥ ৩৭ ॥

অর্থ: আপনার কৃপায়, কেউ মৃত্যুর পরে ভগবান রামের চিরস্থায়ী বাসস্থান লাভ করে এবং তাঁর প্রতি অটল ভক্তি বজায় রাখে।

ঔর দেবতা চিত্ত ন ধরযী ।

হনুমত সেযি সর্ব সুখ করযী ॥ ৩৬ ॥

অর্থ: অন্য কোন দেবতা বা দেবতার সেবা করার প্রয়োজন নেই; ভগবান হনুমানের সেবা করলে সমস্ত আরাম পাওয়া যায়।

সংকট ক(হে)টৈ মিটৈ সব পীরা ।

জো সুমিরৈ হনুমত বল বীরা ॥ ৩৬ ॥

অর্থ: যারা পরাক্রমশালী ভগবান হনুমানকে স্মরণ করে, তাদের সমস্ত সমস্যা দূর হয় এবং তাদের বেদনা তাদের সমাধান খুঁজে পায়।

জৈ জৈ জৈ হনুমান গোসাযী ।

কৃপা করহু গুরুদেব কী নাযী ॥ ৩৭ ॥

অর্থ: আমাদের পরম গুরু, ভগবান হনুমানকে অভিনন্দন, যিনি আমাদের উপর কৃপা ও আশীর্বাদ দান করেন।

জো শত বার পাঠ কর কোযী ।

ছুটহি বংদি মহা সুখ হোযী ॥ ৩৪ ॥

অর্থ: এই চালিসা একশত বার পাঠ করলে সমস্ত বন্ধন থেকে মুক্তি পাওয়া যায় এবং পরম সুখ পাওয়া যায়।

জো যহ পড়ৈ হনুমান চালীসা ।

হোয সিদ্ধি সাখী গৌরীশা ॥ ৩৯ ॥

অর্থ: যারা এই হনুমান চালিসা পাঠ করেন এবং পাঠ করেন তারা তাদের সমস্ত প্রচেষ্টায় সফলতা পান, স্বয়ং ভগবান শিব এই সত্যের সাক্ষী হিসাবে।

তুলসীদাস সদা হরি চেরা ।

কীজৈ নাথ হৃদয মহ ডেরা ॥ ৪০ ॥

অর্থ: তুলসীদাস বিনীতভাবে প্রার্থনা করেন, “হে ভগবান হনুমান, আমি যেন চিরকাল ভগবান শ্রী রামের একনিষ্ঠ সেবক হয়ে থাকি,” এবং আপনি চিরকাল আমার হৃদয়ে বাস করুন।

দোহা

পবন তনয সংকট হরণ – মংগল মূরতি রূপ্ ।

রাম লখন সীতা সহিত – হৃদয বসহু সুরভূপ্ ॥

অর্থ: আমি যেন সর্বদা ভগবান শ্রী রামের এক নিবেদিত সেবক হয়ে থাকি, এবং আপনি, বায়ুপুত্র, আমার হৃদয়ে ভগবান রাম, লক্ষ্মণ এবং মাতা সীতার সাথে বাস করুন, ভাগ্য ও সমৃদ্ধি নিয়ে আসুন।